শ্রীশ্রীকালীমাতা শরণম্।

সন ১৩৬৩ সাল।

মুচকি হাঁসি

ভাদু-সঙ্গীত।

বইটির নাম মুচকি হাঁসি।
প্রাণটা খুলে হাঁস না রে ভাই, পেটে আছে যত হাঁসি॥
হাঁসির সঙ্গে আছে বলি, পেট ভরা গপ্পন।
বইটি খুলে দেখ বলি তবেই দিবে দাম॥
না পড়লে হবে বলি, শেষ বেলায় ফস্তানি॥
মুচকি হাঁসি দেখতে হলে লাগবে বলি একটি আনি॥

প্রণেতা—শ্রীকানাইলাল কর্ম্মকার।
সাং—কেঞ্জেকুড়া, পোদ্দারপাড়া।

প্রকাশক—শ্রীপুষ্করচন্দ্র দাস।
সাং—কেঞ্জেকুড়া।

হিন্দু-প্রেস,—বাঁকুড়া।

ভাদু-সঙ্গীত।

(১)

(বন্দনা।)

জয় জয় মদন মোহন।
সত্য তুমি গোপিকাদের মন মোহন ॥
তুমি সৃষ্টি তুমি ধাতা হে, তুমি বিশ্ব-বিমোহন।
বন্দি তব অভয় পদ ওহে বিশ্ব জগৎ পালন ॥
চারি যুগে চারি কর্ম্ম হে, রেখেছ মনের মতন।
দুষ্ট জনে করেছ দমন তুমি বিশ্ব সনাতন ॥
তোমার লীলা বুঝবে কেবা হে, ওহে শ্যাম ত্রিলোচন।
তুমি অসময়ে হয়ে সদয় মাথায় দিও রাঙ্গাচরণ ॥

(২)

(জাগরণ।)

জাগব জাগরণে।
নাচিব গাহিব খোলা পরাণে ॥
কত সাধের রাত্রি আজি লো, চন্দ্র উঠে গগনে।
সাধের ভাদু আসিয়াছে বহুদিনের সাধনে ॥
সারা নিশি জাগবো আজি লো, ছড়াছড়ি ভুবনে।
কত দিনের সাধ আছে আজ মিটাব অতি যতনে ॥
সারা বছর পরে ভাদু লো, মনে পড়ল এত দিনে।
রঙ্গে ভঙ্গে দিব সাঁতার আনন্দে মন মাতনে ॥

(৩)

(হাইষ্টাইলের ছকরা।)

কলিকালের গুনে।
ছোকরা গুলো কারু কথা নাই শুনে॥
সদাই তাদের মেজাজ কড়ালো, কয়না কথা কারু সনে।
চুলের বাহার কইরো কি আর আধ হাত তুলা পিছনে॥
মচের কাটিং বাটারফ্লাই লো, দেখে শুনে মরি প্রাণে।
সকাল সন্ধ্যা স্নান করিছে গাখসিছে সাবানে॥
সেণ্ট, স্নো, পাউডার, নাইকো কথালো, চলিছে রাত্রিদিনে।
ক'বলিতে মাথাধরে ফাউণ্টেন পেন গুঁজা সামনে॥
চোখে চশমা রিষ্টওয়াচ বাঁধা লো, দেখতে বাবু নাই জানে।
পাতলুম এঁটে (ক্যাবলী) স্যাণ্ডেল পরে ড্রেস দেখিছে দর্পনে॥
আনন্দেতে আট খানা লো, বাজার যায় বন্ধুদের সনে।
চা সিঙ্গাড়ার গুলজার ছুটে আত্মহারা ধূম পানে॥
মদে মাসে ডুবে আছে লো, গুরু ব্রহ্ম নাই মানে।
কোন স্রোতেতে যাচ্ছে ভেসে কি হইবে পরিণামে॥

(৪)

(মধুর জ্যোৎস্না রাতে।)

আয় লো সবে যাব ভাদু দেখিতে।
শুধু হাতে যাবি কেনে লো, পান খিলি নে ডিবাতে।
মুখের মহড়া লাল করে নে মসলা ভরা পানেতে॥
ডবল খিলি পান নিবি লো, দুর্গাদাসের দোকানেতে।
নানারকম মসলা দিয়ে সাজছে অতি যতনেতে॥
ভাদু ধনে ভুলাইব, উদাসিনী সঙ্গিতে॥

(৫)

(শ্রীরাধার আক্ষেপ।)

বড় প্রাণের জ্বালা
কোথায় আছ দেখা দাও চিকন কালা॥
তোমার তরে আজি আমি হে, হয়েছি আত্মভোলা।
তুমি না থাকিলে কাছে হই যে আমি চঞ্চলা॥
স্থির থাকিতে পারি না আর হে, মন অত্যন্ত উতলা।
একবার এসে দেখা দাও ও রাধার প্রাণ কমলা॥
কত করে ডাকছি তোমায় হে, ও কৃষ্ণ নন্দলালা।
এই অভাগিনীর ব্যথা তুমি বুঝবে না হে প্রাণকালা॥

(৬)

(কৃষ্ণ উক্তি।)

রাই বিনোদিনী।
কেন তুমি বসে আছ অভিমানী॥
তোমার লাগি কাঁদি আমি লো, প্রেমময়ী আদরিণী।
উঠ, উঠ, কথা বল কাছে এস ওরে ধ্বনী॥
হেঁসে হেঁসে বল কথা গো, ও কৃষ্ণ বিরহিনী।
তোমার কাছে অপরাধী ওগো রাই রাজধ্বনি॥
তুমি আমার প্রাণের প্রিয় গো, ওগো প্রেম সোহাগিনি।
চেয়ে দেখ এসেছি আমি খুল আধো বদন খানি॥
তোমার চরণে দাস আমি গো, ক্ষমা কর মোরে ধ্বনী।
শ্রীচরণে আপন জনে ধরি রাঙ্গা চরণ খানি॥

(৭)

(হরিনাম সংকীর্ত্তন।)

কেঞ্জাকুড়ো বাজারে।
চব্বিশ প্রহর হয়েছিল এ বৎসরে॥
বহু লোকের সমাগমরে, পথ নামিলে কোন ধারে।
আম পত্রে আর বনমালার রেখেছে শোভা করে॥
খোল বাজে, করতাল বাজে রে, মাদোল বাজে ধাতিং সুরে।
হারমনিয়াম, ফ্লোট, কর্ণাটেতে রেখেছে জমাট করে॥
সকল লোকে মোহিত হল হে, হরিনাম কীর্ত্তনের সুরে॥
নাম কীর্ত্তনে জুড়োয় শ্রবণ ঘর না যেতে মন সরে॥
সোনার বরণ গৌর নিতাই হে, এল বহুদিন পরে।
এমনি পর্ব্ব হয় যেন প্রভু প্রতি শুভ-বৎসরে॥

(৮)

(বিরহ।)

আর না ধৈর্য্য ধরে।
যৌবন বুঝি যায় যে ছেড়ে আমারে॥
ওহে নাগর রসের সাগর হে, ভেবে ভেবে যাই মরে।
আমার সোনার অঙ্গ হল কালী ভাসিতেছি নয়ন নীরে॥
দিবা নিশি ভেবে পরান হে, শেষ হইল একবারে।
মন পাখী মোর উড়ে বুলে থাকতে চায় না পিঞ্জরে॥
জুড়াইব দুঃখ জ্বালা হে, তোমার চাঁদ বদন হেরে।
বুকে পাষাণ আছে চাপা বলবো আমি কাহারে॥
পোড়া বিধি বাধ সাধিল হে, পোড়াই তাহার বিচারে।
সুখের বাদী হয়ে সদা দুঃখ দেয় কঠিন অন্তরে॥

(৯)

(খাদ্যের অভাব।)

কিসে সংসার চলে।
দিবানিশি ভাবছি হাত দিয়ে গালে॥
কাজ কর্ম্ম নাহি চলেরে, এ ঘোর কলিকালে।
সারাদিনটি খেটে খেটে, একটি টাকাও নাই মিলে॥
জিনিষের দর দিনে দিনে রে, চাপিছে তালে তালে।
এক টাকাতেও দেড় সের চাউল তাও কোন দিন নাই মিলে॥
তেল্ মসলা আদিকরে রে, সকল চাপা এককালে।
দেখে শুনি লুঙ্গি পরি কাপড়ের দাম শুনিলে॥
মান ইজ্জত আর রইল নারে, ঘিরলো এসে আকালে।
সোনার বাংলা শ্মশান হল সৃষ্টি যায় রসাতলে॥

(১০)

(ভাদুনিন্দা।)

কিবা রূপের ঝুড়ী।
তোদের ভাদুর ঢংটি লো পেত্নী ছুড়ী॥
বসে আছে দেঁতুসিনি লো, দেখে ভয়ে যাই মরি।
ফুটা চোখের বাহার ভাল পড়েছে তাতে পেঁচড়ি॥
পেটটী যেন ছোট মোট লো, যেন গোবর ফেলা ঝুড়ী।
গায়ের গন্ধে বমি আসে মাখালো সন হুড়ী॥
কান থেকে পুঁজ পড়ছে বলি লো, তায় আবার পরেছে মাকড়ী।
গন্না কাটা নাকের পথে কফ আসিছে ঝুড়ি ঝুড়ি॥
তোদের ভাদুর সাধ কেনে লো, নাইকো যদি টাকা কড়ি।
ছি, ছি, তোদের লাজ লাগেনা, নিতে হয় গলায় দড়ি॥

(১১)

(প্রতি উত্তর।)

যা যা গেছে জানা।
দূর হলো ছুড়ী পরের বিচার করিস না ॥
তোদের এত গরব কেনে লো, চোখ থাকিতে হলি কানা।
মেগে যেঁচে করলি ভাদু তাও ত আমার আছে জানা ॥
তোদের মুখ পুড়ে না দিচ্ছে ঝলক লো, পরের নিন্দা করিস না।
নইলে নাকটি কেটে দিব ঝামা পাবি তবেই মুরাদ খানা ॥
পরের ঘরে এসে পরে লো, করছু তরা ধিঙ্গি পনা।
মানে মানে যা লো চলে মারব এবার ঝাটা খানা ॥

(১২)

(জামাই অভ্যর্থনা।)

জামাইদা কখন এলে।
বাড়ীর সকল আছে ত হে কুশলে ॥
এস গিয়ে বস খাটে হে, পা ধুয় গাড়ুর জলে।
খোবরা খোবর শুনব পিছে তৃপ্ত হও মিষ্টি জলে ॥
কোন সময়ে বেরিয়ে ছিলে হে কয়টার ট্রেনে নামিলে।
কি করে আজ পড়ল মনে ভুলিতে না পারিলে ॥
দিবা নিশি ভাবে দিদি হে যৌবন ভরা সলিলে।
বহু দিন যে গত হল খোবর কিছু নাই মিলে ॥
চিঠি পত্র নাই দিলে হে (তিন) পয়সা খরচ হবে বলে।
দিদির কাছে চল এবার চাইবে ক্ষমা পায়ের তলে ॥

(১৩)

(সুবল উক্তি।)

গো ওলো নন্দরাণী।
সাজিয়ে দে মা আমাদের নিলমনী॥
গোষ্ঠ যাবার বেলা হল গো, তাও কি তুমি দেখনি।
হাম্বা, হাম্বা, বলে ডাকে ওই শোন গোধনের বাণী॥
ভাই কানুর বাসির সনে গো, লাগা আছে মেহিনি।
গাভী সকল আপনি ফিরে ওই কৃষ্ণের বেনু শুনি॥
তুই দে মা কালাক সাজিয়ে দে গো, ওই ডাকে সিদাম জানি।
তার লাগি কর না চিন্তা সে যে বিশ্বের চিন্তামনি॥

(১৪)

(প্রখরা স্ত্রী।)

চলবে না চালাকি।
পয়সা নাইত বিয়ে করবার দরকার কি॥
নাইকো আমার শাড়ী ব্লাউজ হে দেখতে তুমি পাওনাই কি॥
তোমার ঘরে এসে পরে সকল সাধ রইলো বাকী॥
গয়না দিব বলে তুমি হে, কেবল আমায় দিচ্ছ ফাঁকি।
মনগুমানে রইলে বসে নিজের মান নিজে রাখি॥
মুখ পুড়ে না দিচ্ছে ঝলক হে, শেক পেয়েও করসেকী।
ঘুঘু দেখছ ফাঁদ দেখনা দেখব তোমার চালাকি॥
তোমার মতন এমন স্বামী হে, ভারতে কেউ পেয়েছে কি।
তোমার লজ্জা নাহি ওহে কর্ত্তা ঘুরাব ঘুরণ চাকি॥
তোমার ঘরে এসে পরে হে, হয়েছি খুবই সুখী।
চললাম আমি বাপের বাড়ী তোমায় অধিক বলবো কি॥

(১৫)

(তোষামোদ।)

তুই যাস্ না চলে।
আমার মাথায় দিস্‌নে লো, তেঁতুলগুলে॥
ঘরে ফিরে চল এবার লো, বাপের বাড়ী যাস্‌নে চলে।
আমার দিব্যি রইলো তোকে, যাস্‌না তুই আমায় ফেলে॥
তোকে ছাড়া রইতে নারি লো, মরে যাব চলে গেলে।
তোর পা ছুঁয়ে গাল্‌ছি কিরা গিয়াছিলাম সকল ভুলে॥
কি, কি, জিনিষ আনবো কিনে লো, বল তুই এবার প্রাণ খুলে।
ফর্দ করে দে তুই আমার শীঘ্র যাই বাজারে চলে॥
সকল কথা শুনব আগে লো রইবো বসে চরণ তলে।
তোর মতন গুনের স্ত্রী কারু ভাগ্যে নাই মিলে॥

(১৬)

(নুতন রথ।)

বাঁকুড়ার টাউনে।
রথ দেখে লো ঘর না যেতে মন মানে॥
লোকে বহু লোকারণ্য লো, নুতন রথের নাম শুনে।
দর্শকগন হয় যে মোহিত রাধা শ্যাম দরশনে॥
চকবাজারের নুতন রথ লো, চলিতেছে ইঞ্জিনে।
নানা রংয়ের ঝিলির মিলির দেখায় অতি শোভনে॥
জীবন সারা হয়ে যেত লো, ঐ রথের দড়া টেনে।
তাই ড্রাইভারে চালাচ্ছে রথ টিপছে সদা হরনে॥
ঢাক, ঢোল, ধামস, বাজে লো, মাতোয়ারা (সব) নাচে গানে।
রথের উপর আসছেন প্রভু নানা রকম প্রশেসনে॥

(১৭)

(রং।)

আগে জানতুম নারে।
নইলে ছড়া তোর সঙ্গে কে পিরীত করে॥
তোর পিরীতে পড়ে আমি রে, উপস দিয়ে যাই মরে।
তোর মুখে এত চাটি থুতি ভিতর ফাকা একবারে॥
স্বামী ছাড়া করলি আমার রে, বুঝলাম ছড়া এবারে।
মাপতে নাই পাইটা উগর ভিতর ফাকা এক বারে॥
তোর কচার বহর পঞ্চ ইঞ্চি রে, দেখে আমার পিত্তি ক্ষরে।
নাইকো কোন টাকা পয়সা, জোর করিস আমার উপরে॥
দূর করে তাড়ালে তোরে রে, তবু তুই আসিস ফিরে।
এবার যদি আসিস ছড়া তাড়াব ঘাড়ে ধরে॥

(১৮)

(উত্তর।)

ওলো গরবিণী।
কেন তুই বলিস মোরে কটুবাণী॥
যত কথা বললি তুই লো আমি ত কিছু বলিনি।
আস্তে, আস্তে, বললো কথা মিছে আর গোল করিসনি॥
শান্ত মূর্ত্তি ধর এবার লো করবো টাকার আমদানি।
কত টাকা লাগবেক বলি তোর পিরীতের দামগুনি॥
সকালে কাল বেরিয়ে যাব লো দেখব কোথায় টাকার খনি।
তোর নাগর ফোতা নহে যাতা কথা শুনবেনী॥
এস, এস, প্রাণের প্রিয়া লো খুলে দাও রসের খানী।
তোমার রসে ডুবে থাকি খুলে ফেল বদন খানি॥

—দশ—

(১৯)

(স্বামীর প্রতি স্ত্রী।)

ভাদু পূজার দিনে।
ও খোকার বাপ ভাবছ কিহে মনে মনে॥
ওঠ, ওঠ, যাও বাজারে হে, আনগা সন্দেশ কিনে।
ভাল ভাল কিনবে সন্দেশ দুখু দত্তর দোকানে॥
তার দোকানে যাবে তুমি হে, অন্য দোকানে যেও না।
সুলভ মূল্যে বিক্রয় করে ঠকায় না সে কোন জনে॥
শীঘ্র তুমি যাও বাজারে হে, দেরী সয়না আর প্রাণে।
তোমার আশায় রইলাম বসে এই কথাটি রেখ মনে॥

(২০)

(বিদায়।)

প্রাণ যে কেমন করে।
সাধের ভাদুকে বিদায় দিগো কেমন করে॥
যেওনা যেওনা চলিয়ে গো, ফেলিয়ে বিষাদ সাগরে।
বিনয় করে বলছি তোমায় থাক আর দুদিন ঘরে॥
মোদের প্রাণে ব্যথা গো, যেওনা ভবপারে।
বিধাতা হইল বিমুখ ছাড়তে হল অন্তরে॥

—* সমাপ্ত *—